যুগান্তর

তারিখ ..19 JUL 2009...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ .....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা প্রবিধানমালা নিয়ে সংরক্ষিত আসনের সাংসদরা ক্ষুব্ধ

বৈষম্য সৃষ্টির অভিযোগ : সংশোধন দাবি

মুসতাক আহমদ

সম্প্রতি জারি করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবিধানমালা নিয়ে সংরক্ষিত আসনের মহিলা এমপিদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, এতে নির্বাচিত এবং সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের মাঝে বড় ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের নির্বাচিত এমপি এবং কলেজ অধ্যক্ষদের অধীন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, উপজেলা-ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড কমিশনারসহ অপরাপর ব্যক্তিদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে তাদের অধিকার এবং মর্যাদা দুটিকেই ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলে তারা মনে করেন। এ অবস্থায় বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া এমপিদের পক্ষ থেকে মৌখিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিন আহমেদ এবং শিক্ষামন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ দলীয় সংরক্ষিত আসনের এমপি আশরাফুন্নেছা মোশাররফ শনিবার যুগান্তরকে জানান, বিষয়টি তারা সংসদে উপস্থাপন করে আইনের সংশোধন দাবি করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন ধরনের উদ্যোগ দেখতে না পেয়ে তিনি ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেন। ৮ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় জারিকৃত ওই প্রবিধিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত সাংসদরা কেবল ইচ্ছা পোষণের মাধ্যমেই নিজ এলাকার যে কোন কলেজে সভাপতির চেয়ারে আসীন হতে পারবেন। অথচ একই সংসদের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও মহিলা সাংসদরা তা পারবেন না। বরং এক্ষেত্রে তাদের নির্বাচিত সাংসদ এবং কলেজ প্রধানের কাছে ধরনা দিতে হবে। অর্থাৎ

ক্ষুব্ধ : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪